Vol. II, Issue-I, 2022

SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY

PEER REVIEWED

বিদ্যাসাগরের কর্মচিন্তায় ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা

শর্মিষ্ঠা ঘোষ

সারসংক্ষেপ:

“পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান”।

অক্ষয়কুমার দত্ত, ধর্ম্মনীতি

মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান গুণ হল ধর্ম। কিন্তু ধর্ম বলতে কি বোঝানো হয়? ‘ধর্ম’ শব্দটি নানা অর্থ বোধক। যেমন ধর্ম বলতে নৈতিকতাকে বোঝানো হয়, বস্তু বা ব্যক্তির স্বাভাবিক গুণকে বোঝানো হয়, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্মকে বোঝানো হয়ে থাকে। আবার ধর্ম বলতে রিলিজিয়ন, শাস্ত্র বিহিত কর্মকেও বোঝানো হয়। ধর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার মূলে রয়েছে ধর্মকে কোন অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে তা নিয়ে অস্পষ্টতা। বিদ্যাসাগর মহাশয় একজন কর্মযোগী পুরুষ। ঊনবিংশ শতকে তাঁর আবির্ভাব। এই সময়ে ধর্মের নামে নানা কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। অন্য দিকে সমাজের এক করুণ চিত্র দেখতে পাওয়া যায়, যেমন অশিক্ষা, নারী নির্যাতন প্রমুখ। মানব জীবন সীমিত সময়ের, বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সীমিত সময়ের সদ্ ব্যবহার করেছিলেন সমাজের কল্যাণের জন্য। দয়াসাগর বিদ্যাসাগর ধর্ম্মকে কিভাবে দেখতেন? ধর্ম্ম সম্পর্কে কেন তিনি পরিষ্কার কোন মত প্রকাশ করেন নি? না কি ধর্মকে তিনি রিলিজিয়ন অর্থে গ্রহণ না করে অন্য কোন অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। কর্মবাদী পুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্মচিন্তায় ধর্মের স্থান বা প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

মূলশব্দ : ঈশ্বর, আস্তিক, নাস্তিক, কর্মবাদ, ভাববাদ প্রমুখ